সদরপুরে সর. প্রা. স্কুলের সিøøপের টাকা নানা কৌশলে হরিলুট

সংবাদ : প্রতিনিধি, সদরপুর (ফরিদপুর)

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর ২০১৯

প্রতিবছর প্রায় একই উপকরণ দেখিয়ে অথবা নিজেদের তৈরি একটু ভিন্ন ধরনের ক্রয় ভাউচার দেখিয়ে ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চলছে স্লিপ ফান্ডের লাখ-লাখ টাকা আত্মসাতের মহোৎসব। চলতি অর্থবছরসহ বিগত বছরগুলোতেও পিইডিপি-৩ এর আওতার স্লিপ ফান্ডের বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি, তারা প্রতি বছরই বিদ্যালয়ের চাহিদামতো বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করেন এবং আগের উপকরণ নষ্ট হলে পরিত্যক্ত করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ন ভিন্ন, কোন উপকরণই ফেলে দেয়া হয় না। বরং বলা যায় একই উপকরণ বেশ কয়েক বছর ধরে চালিয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ স্কুলের উপকরণ ভাউচারের বিষয় বেশ মিল থাকে।আর এস উপকরন শুধুই ‘খাতায় আছে কিন্তু খুতিতে

নেই’। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৩য় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির(পিইডিপি-৩)আওতায় চলতি বছর সদরপুর উপজেলার ১৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধকোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরেও একই কর্মসূচির বা (রুটিন)আওতায় শিক্ষা উপকরণ ও বিদ্যালয়ের অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি উপকরণ কেনার জন্য সরকার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব টাকায় স্ব-স্ব বিদ্যালয়েগুলোতে উপকরণ হিসেবে আয়না, পানির ফিল্টার,ফুটবল,ঘড়ি, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, কাবদলের ছাত্র-ছাত্রীর ড্রেস,ডায়েরি, খাতা, ঘর সজ্জিত, ঘর অংকন, দরজা, জানালাসহ বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ের কথা থাকলেও এসব ক্রয় না করে প্রতিবছরই শিক্ষক ও সভাপতিদের যোগসাজসে নিজেদের তৈরি করা ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, গতবছর কিছু উপকরণ ক্রয় করা হলেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মতো কাক্সিক্ষত কাজ করা হয়নি। এছাড়াও পুরাতন কাজগুলোতে নতুন কাজ বলে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে বিল উত্তোলন করা হচ্ছে। উপজেলার প্রায় শতাধীক স্কুলে স্লিপের কোন কাজ হয়নি বলে বলা য়ায়। তাছাড়া সরদার ডাঙ্গীর স্কুরে প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে স্লিপের টাকা উত্তোলন করে অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। অপরদিকে স্বাক্ষর জাল

করে রেজুলেশন বানিয়ে বয়স কাময়ে বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছে ১২০নং দেয়ারা স্কুলের শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন। স্লিপও স্কুল তৈরির টাকা আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ ওই স্কুলের সভাপতির। এছাড়া আরও অভিযোগ রয়েছে, ওই স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয় না। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, এই বরাদ্দের টাকা থেকে শিক্ষা অফিসারদের কিছু দিতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকেও অতি গোপনে অর্থ আদায় করে থাকে বিভিন্ন অজুহাতে। যা দাপ্তরিকভাবে সুষ্ঠু তদন্ত হলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে মেরামতের নামে প্রায় ২৬টি স্কুলে প্রায় দুই লাখ করে টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এসব স্কুলের মেরামতের কাজ যৎ সামান্য করে, বাকি অর্থ শিক্ষকদের পকেটে গেছে বলেই জানা যায়। বিশেষ করে চরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে স্লিপ, মেরামত এর বরাদ্দের তেমন কোন কাজ করে না, বলে জানা যায়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলে, উপজেলার মধ্যে চরনাছিরপুর ইউপি, চরমানাইর ইউপি, ঢেউখালী ইউপির স্কুলগুলোতে স্লিপ-মেরামতের কাজ একেবারেই হয় না বললেই চলে। এ ব্যাপারে চরবন্দর খোলা সরকারি প্রাথামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, স্লিপের কাজ করেছি, মেরামতের কাজ এখনো শেষ হয়নি, করছি সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। যদিও স্লিপ, মেরামতের বরাদ্দের

কোন কাজ হয়ান, তাান দেখাতে ও পারোন। সরদার ডাঙীর প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেন, স্লিপের কাজের উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার মিটিং ছাড়াই কমিটির সদস্যদেরকে না জানিয়ে জাল স্বাক্ষর করে রেজুলেশন জমা দিয়ে টাকা তুলে আত্মসাত করেছে বলে জানা যায়।
তিনি জানান প্রতি বছরের বরাদ্দ বিদ্যালয়ের কাজেই ব্যয় করা হয়। তবে যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয় তা প্রায় একই রকম হওয়ার কারণে অনেকেই এ ব্যাপারে সন্দেহ করে। এই ব্যাপারে কথা হয় সরদার ডাঙী স্কুল কমিটির সহ সভাপতি অ্যাড. সামাদের সঙ্গে তিনি বলেন, স্লিপের কোন কাজই হয়নি। পরে জানতে পারি, আমার স্বাক্ষর প্রধান শিক্ষিক জাল করে টাকা উত্তোলন করেছেন। আড়াই রশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকা বলেন, সব অর্থবছরের বিল-ভাউচার জমা দেয়া হয়েছে। আর গতবছরের টাকা দিয়ে ফুটবলসহ বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। ফুটবল কিনেই সব টাকা শেষ? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় শেষে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তা স্কুলের আনুসাঙ্গিক কাজে ব্যবহার করা হয়। কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান এর সঙ্গে তিনি বলেন, যত টাকা পেয়েছি তা দিয়ে স্লিপের ভাউচার মোতাবেক কাজ করেছি। ১২০নং তালুকদার পাড়া স. বি. প্রধান শিক্ষিকা চায়না রানির সঙ্গে কথা হলে, তিনি জানান, স্লিপের কাজও মেরামতের কাজ ভাউচার অনুযায়ী কাজ

করোছ। এ কাজের বরাদ্দ প্রায় আড়াই লাখ টাকা। এর মধ্যে একটা পানির ট্যাঙ্ক ও লাইন দিয়েই বরাদ্দ শেষ। কথা হয় এটিও আলমগীর হোসাইনের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমার তদারকিতে যেসব স্কুল রয়েছে, তাতে সব কাজই সম্পূর্ণ হয়েছে। যদিও এটিও আলমগীরের তদারকিতে যেসব স্কুল রয়েছে, সেসব স্কুলে তেমন কোন কাজ হয়নি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আ. মালেক মিয়া বলেন, চলতি বছরে উপজেলার সবগুলো স্কুলেই মেরামত ও স্লিপের কাজ সম্পূর্ণভাবেই করা হয়েছে। আমি নিজে গিয়েও পরিদর্শন করেছি। তবে যদি মেরামতের বরাদ্দের ২-১ স্কুলে বাকি থেকে থাকে, তবে সেখানে বরাদ্দের টাকা সম্পূর্ণ ছাড় করা হয়নি।